আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০১৪

দুর্জয় তারুণ্য দুর্নীতি রুখবেই

ভূমিকাঃ

তরুণ সমাজ সব সময়ই যে কোন দেশের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি, নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন এবং কল্যাণব্রতী জনগোষ্ঠী। অফুরন্ত চালিকাশক্তিতে তরুণরাই পারে সকল বাধা বিপত্তির মোকাবেলা করতে। বাংলাদেশের তরুণদের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। বৃটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বায়ান্ন এর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে এদেশের তরুণসমাজ। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন প্রকৃতপক্ষে তরুণদের মাধ্যমেই দেখানো সম্ভব। তরুণদের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে তাদের নিজেদের জন্য, সমাজের জন্য ও জাতির জন্য কাজে লাগতে হবে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক - তৃতীয়াংশ তরুণ। তরুণদের কর্মস্পৃহা ও কর্ম উদ্দীপনার উপর জাতির সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে। এজন্য দরকার তরুণদের শক্তি, সামর্থ্য ও সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে তাদের জন্য মানসিকভাবে সুস্থ ও সহনীয় পরিবেশ তৈরী করা। জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ এই অংশ তথা তরুণ প্রজন্মের মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পরিবার, সমাজ তথা সরকারকে সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রেক্ষাপটঃ

তারুণ্যের বিকাশ ও উন্নয়নে ১৯৯৮ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের "ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অফ মিনিস্টার রেসপন্সিবল ফর ইয়ুথ" ১২ আগস্টকে আন্তর্জাতিক যুব দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব করা হয়। পরের বছর ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১২ আগস্টকে আন্তর্জাতিক যুব দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাবকে সমর্থন করে। তারপর থেকে ১২ আগস্ট জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যুব দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। দেশের তরুণদের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদার পাশাপাশি দুর্নীতিবিরোধী মনোভাব তৈরি করে একটি দুর্নীতিমুক্ত স্বদেশ গড়ার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)এর অনুপ্রেরণায় সারাদেশে গঠিত (ইয়ুথ এনগেজমেন্ট এন্ড সাপোর্ট) অর্থাৎ 'ইয়েস' কার্যক্রমের আওতায় ইয়েস গ্রুপের সদস্যরা ২০০৬ সাল থেকে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতাই এ বছর জাতিসংঘ ঘোষিত " তারুণ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য" স্লোগানকে সামনে রেখে '' দুর্জয় তারুণ্য দুর্নীতি রুখবেই'' প্রতিপাদ্যে আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০১৪ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে টিআইবি।

দুর্নীতি প্রতিরোধে চিরদুর্বার তারুণ্য

"দুর্জয় তারুণ্য দুর্নীতি রুখবেই" অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরদুর্বার তারুণ্য। টিআইবি এর অনুপ্রেরণায় গঠিত ৫৯টি ইয়েস গ্রুপের অংশগ্রহণে বর্তমানে সারাদেশে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তরুণদের সকল প্রকার দুর্নীতিবিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ইয়েস সদস্যরা সাধারণ মানুষের তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা, বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম পরিচালনা এবং তরুণদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

টিআইবি তরুণদের নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্নীতি ও সুশাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে যুব সমাজকে সচেতন করা। জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় দুর্নীতিবিরোধী কার্টুন, রচনা, পথনাটক ও বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে ইয়েস এর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে

একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যার মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধের চাহিদা তৈরির পাশাপশি নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হয়। দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ টিআইবি'র দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে অনুপ্রাণিত করছে।

তারুণ্যের মানসিক স্বাস্থ্যঃ

মানসিক সুস্থতা ব্যতীত সুস্বাস্থ্য সম্ভব নয় কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে শারীরিক অসুস্থতাকে যতটা গুরুত্ব দেয়া হয় মানসিক অসুস্থতাকে ঠিক ততটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে সুষ্ঠু মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি অবহেলিতই থেকে যায়। বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর ও তদুর্ধ্ব) জনগোষ্ঠীর ১৬.১% যে কোন ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় বা মানসিক রোগে আক্রান্ত। ব্যক্তিত্বের সংঘাত, বন্ধুত্বের দ্বন্দ্ব, হতাশা, রাগ, ক্রোধ ইত্যাদি কারণে তরুণ প্রজন্ম দিন দিন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। উন্নত দেশের মত আমাদের দেশে তরুণ প্রজন্ম মানসিকভাবে সুস্থ থাকার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পায় না। ফলে তারা নানা রকম অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে প্রযুক্তির কুপ্রভাব, মাদকের সহজলভ্যতা আর সুশিক্ষার অভাবে তরুণ সমাজে অস্থিরতা বিরাজ করছে। জাতির আগামীর কান্ডারী এই প্রজন্মের আদর্শিক মৃত্যু নিশ্চিত করবার জন্য মরণঘাতক মাদকের বিস্তার ঘটিয়েছে তার আশেপাশে। সুস্থ মানসিকতার বিকাশ না ঘটলে তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যাবে যা তাদের ভেতরে নৈতিক মূল্যবোধের স্খলন ঘটাবে।

তারুণ্যের মানসিক সুস্থতার দাবিসমূহঃ

বর্তমান সরকারও তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে তরুণ-তরুণীদের শিক্ষা, কমর্সংস্থান, তাদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ অবারিত করাসহ এবং জাতীয় নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করার অঙ্গীকার করে। তারা নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের হাতে আগামী দিনের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্বভার ন্যস্ত করবে। তরুণ সমাজকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে যাতে তাদের ভিতরের সত্যিকার মনুষ্যত্ববোধের সাথে সাথে নৈতিকমূল্যবোধগুলোও জাগ্রত হয়ে ওঠে। পাশাপাশি আমাদের তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের সহায়ক পরিবেশও নিশ্চিত করতে হবে। টিআইবি বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের মানসিক স্বাস্থ্যের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে নিম্নলিখিত দাবিসমূহ উত্থাপন করছে-

- সামাজিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করা;
- মাদকদ্রব্যের ভয়াবহ ছোবল থেকে তরুণদের মুক্ত রাখতে বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ করা;
- সকল ধরণের পর্ণোগ্রাফি ও ইন্টারনেটে হয়রানি নির্মূলে আইনের কার্যকর প্রয়োগ;
- তরুণ সমাজের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশে সরকারিভাবে ধারাবাহিক ও সমন্বিত উদ্যোগ;
- খেলাধূলার জন্য পর্যাপ্ত মাঠ এবং সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা;
- সুস্থ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- বেকারত্ব দূরীকরণে সরকারিভাবে যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- সরকারি পর্যায়ে তারুণ প্রজন্মের হতাশা ও মানসিক বিপর্যয় দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এবং
- তরুণদের জন্য উপযুক্ত উৎপাদনমুখী বাস্তব শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, নেতৃত্বসহ সম্ভাবনাময় সকল গুনাবলীর বিকাশ সাধনের অনুকূল পরিবেশ সুষ্টি করা।

উপসংহারঃ

দেশের সকল দুর্যোগেই এগিয়ে এসেছে তরুণসমাজ। এ দেশের মানুষ যখন শীতে আক্রান্ত হয়, ক্ষুধায় অন্ন পায় না, বন্যার কারণে জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তখন সারা দেশের সচেতন তরুণরা এগিয়ে আসে। নিজেদের সবটুকু সামর্থ্য ঢেলে দেয়। সম্মিলিত উদ্যোগে খাদ্য, বস্ত্র যোগাড় করে এবং অসহায়দের মাঝে বিতরণ করে। আবার তাদেরই একাংশের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও

দুবৃত্তায়নের মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ার মত অনাকাক্ষিত ঘটনাগুলো থেকে তৈরী হয় হতাশা ও ক্ষোভ। তরুণ সমাজের সুস্থ মানসিকতা বিকাশে চাই পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক প্রতিরোধ এবং তারুণ্যের আত্মবিকাশে সংস্কৃতির চর্চার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা। তবেই তারুণ্যের জয় ধ্বনিতে মুখরিত হবে প্রতিটি আলোকিত ভোর। তরুণদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক আমরা পেরেছি, আমরা পারবো, আমরা হার মানবো না। দুর্জয় তারুণ্য দুর্নীতি রুখবেই।

তথ্য সূত্রঃ

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৩;

২. বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস. এ এইচ এম মনিরুজ্জোহা [লেখক: সহকারী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, শেখ বোরহানুউদ্দিন কলেজ, ঢাকা] দৈনিক সংবাদ, ১০ অক্টোবর ২০১৩;

৩. আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০০৭ উপলক্ষে যুব নাগরিক অধিকার জোট আয়োজিত "দুর্জয় তারুণ্য দুর্নীতি রুখবেই" শীর্ষক গোল টেবিল আলোচনায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং

৪. জাতীয় যুব নীতিমালা ২০০৩, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।